দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 JAN 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

জগন্নাথ ও কবি নজরুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে ২০ জন আহত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কবি নজরুল সরকারী কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দফায় দফায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় ক্যাম্পাসের ২০ জন আহত ও ১০-১২টি গাড়ী ভাংচুর করা হয়েছে। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও আন্দোলনকারীরা জানায়, বেলা সাড়ে ৩টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাফায়েতের এক আত্মীয় কবি নজরুল সরকারী কলেজের অনার্সে ভর্তি হতে গেলে তার এডমিট কার্ড আটক করে কবি নজরুলের কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী। এ খবর শুনে জগন্নাথের ছাত্র সাফায়েত, রনি ও জয় সেখানে ছুটে যায়। তারা গেলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদেরকে বেধড়ক মারধর করে। এ খবর জগন্নাথ ক্যাম্পাসে পৌঁছলে মুহূর্তে শিক্ষার্থীরা লাঠিসোটা নিয়ে কলেজে প্রবেশ করে তাদেরকে উদ্ধার এবং সেখানে ব্যাপক ভাংচুর করে। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষের গাড়ীসহ ৫টি প্রাইভেটকার এবং ১টি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। এ সময় কবি নজরুলের শিক্ষার্থীরা পাল্টা আক্রমণ করলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় এবং তুমুল সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে আহত হন কবি নজরুল কলেজ ছাত্রলীগের কর্মী মোঃ মামুন, কামাল, জসিম, রতন, বিলাশ, রুবেল, রেশমা, শান্তা, রাজীব, ফিরোজ, নজরুল। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহতরা হলেন তরিকুল, নাহিদ, শিমুল, জহির। পরে ছাত্রলীগ নেতা এবং পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এক পর্যায়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান ও কবি নজরুলের অধ্যক্ষ সৈয়দা সেলিনা বেগমসহ ছাত্রলীগের উভয় ক্যাম্পাসের শীর্ষ নেতারা বৈঠকে বসেন। বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে বিকাল ৫টায় দিকে এক পর্যায়ে নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে বাইরে এসে ৪-৫টি গাড়ী ভাংচুর করে। তখন জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। উভয়ের মধ্যে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী ইট-পাটকেল, লাঠিসোটা, দা বটি প্রভৃতি দেশী অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সংঘর্ষ চলে। এ সময় জগন্নাথ ক্যাম্পাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদকে কবি নজরুলে আটকে রাখা হয়েছে। তখন জগন্নাথের ছাত্রলীগ কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে আবারও কবি নজরুল কলেজে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। উভয় গ্রুপের ২য় বারের মতো ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশ উভয় ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের ওপর বেধড়ক মারধর লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয় জবি ছাত্র রফিক, মহিউদ্দীন, মুকুল, শান্ত, সোহাগ, শিমুল, নবী, রাসেল, বাবু, জুনায়েদ, সেলিম, বশির, মাসউদ, শরিফুল, শাওন, তরিকুল, সুমন, সনেটসহ আরো পথচারী, ব্যবসায়ীসহ অনেকে। আহতদের স্থানীয় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দা সেলিনা বেগম সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করে ও কথা বলতে রাজী হয়নি।